সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২০৫
WEEKLY BOOKLET:205

আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রথম

মদীনার সফর

প্রথম অংশ

- মদীনায় হাজিরীর সুসংবাদ
- আল্লাহ্ ওয়ালাদের পদ্ধতি
- মদীনা শরীফে খালি পায়ে থাকা কেমন?
- আমীরে আহলে সুন্নাতের সোনালী জালিতে হাজিরী

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিস
(দাওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

ভূমিকা

আশিকদের মেরাজ মদীনা পাকের হাজিরী শতবার নসীব হলেও প্রথম হাজিরীর স্মৃতি ও আনন্দ আলাদাই হয়ে থাকে, ১৯৮০ সালে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রথম মদীনার সফর হয়েছিলো, এর কিছু স্মরনীয় মুহুর্ত ও ঘটনাবলী মাদানী চ্যানেলের গ্রহণযোগ্য অনুষ্ঠান মাদানী মুযাকারা ইত্যাদিতে বর্ণনা হতে থাকে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه এবার এই স্মরনীয় মদীনার সফরকে লিখিত আকারে সর্বসাধারনের মাঝে আনার ব্যবস্থা হলো, যার প্রথম পর্বের নাম হলো **"আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রথম মদীনার সফর"**, **আল্লাহ পাক** একনিষ্ঠতা ও অটলতা দান করুক এবং সম্পূর্ণ মদীনার সফরের অবশিষ্ট পর্বগুলোও সর্বসাধারণের মাঝে এসে আশিকানে রাসূলের মন ও মননে আশিকে মদীনা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রেম ও ভালবাসায় পূর্ণ ঘটনাবলী দ্বারা শীতল করবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই পুস্তিকার জন্য প্রায় ১২ জনেরও বেশি ইসলামী ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে ঘটনাবলীর সত্যয়ন ও যাচাই বাচাই করার পর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়া হলো, আমাদেরকে **তোমার** এই মকবুল বান্দা আশিকে মদীনা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সদকায় মদীনা পাকের সত্যিকার ভালবাসা নসীব করো এবং সবুজ গম্বুজের ছায়ায় ঈমান ও নিরাপত্তার সহিত শাহাদত, কল্যাণের সহিত জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফেরদাউসে **আল্লাহ পাকের প্রিয় শেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিত্ব নসীব করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মদীনা ইস লিয়ে আত্তার জান ও দিল সে হে পেয়ারা
কেহ রেহতে হে মেরে আক্বা মেরে সরওয়ার মদীনে মে

আবু মুহাম্মদ তাহির আত্তারী عُفِيَ عَنْهُ
আল মদীনাতুল ইলমিয়া (ইসলামিক রিচার্স সেন্টার)
সাপ্তাহিক পুস্তিকা বিভাগ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রথম মদীনার সফর

জা'নশিনে আত্তারের দোয়া: হে **মুস্তফার প্রতিপালক**! যে ব্যক্তি এই "**আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রথম মদীনার সফর**" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে বারবার হজ্ব ও মদীনার যিয়ারত নসীব করো এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

মুসলমানদের প্রিয় আম্মাজান, হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত; **আমার প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখনই কোন বান্দা আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে, তখন একজন ফিরিশতা সেই দরূদগুলো নিয়ে উপরে যায় আর **আল্লাহ পাকের** দরবারে পৌঁছায়। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: এই দরূদ আমার বান্দার কবরে নিয়ে যাও, এই দরূদ তার

পাঠকারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে এবং তার (সেই বিশেষ বান্দার) চোখ তা দেখে শীতল হতে থাকবে।

(জমউল জাওয়ামে, ৬/৩২১, হাদীস ১৯৪৬১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

অশ্রুর মালা (ঘটনা)

করাচীর একজন সৌভাগ্যবান মদীনার যিয়ারতকারী হজ্বের সফরের পূর্বে নিজের ঘরে "মাহফিল" এর আয়োজন করলো এবং নিজের বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজনদের অংশগ্রহণের দাওয়াত দেন। মাহফিলের শুরুতে সেই হাজী সাহেবকে আত্মীয়রা ফুলের মালা পরিধান করায়, সেই বরকতময় ও ভাবাবেগপূর্ণ মাহফিলে সেই হাজী সাহেবের একজন বড় আশিকে রাসূল বন্ধুও উপস্থিত ছিলো। যখনই হাজী সাহেব ফুলের মালা পরিধান করে মাহফিলে উপস্থিত হলেন তখন সেই বন্ধু নিজের চোখের পলকে অমূল্য মুক্তার মালা নিয়ে বসে ছিলেন, নিজের হাজী বন্ধুকে ফুলের মালা পরিধান করা অবস্থায় দেখে নিজের চোখের গোপন অশ্রুর সমুদ্রকে আটকাতে পারলেন না এবং অনিয়ন্ত্রিত হয়ে ব্যাকুল করে কাঁদতে লাগলেন এবং অশ্রুরধারা বইতে লাগলো। এই হৃদয়হরণ করা দৃশ্য দেখে সেই আশিকে মদীনার অন্তরে

www.dawateislami.net

আফসোস বৃদ্ধি পেলো যে, হায়! আমার বন্ধু হজ্বের সফরে যাচ্ছে আর আমার কাছে তো মদীনায় হাজিরী দেয়ার কোন সম্বল নাই, (হায়! আমিও যদি মদীনায় হাজিরীর সৌভাগ্য পেতাম....)

ইয়াদ মে আক্বা কি আঁসু বেহ গেয়ে
সব মদীনে কো গেয়ে হাম রেহ গেয়ে
হাম মদীনে জায়েঙ্গে আব কে বরস
হার বরস ইয়ে সৌচ কর হাম রেহ গেয়ে

যখন ঐ হাজী সাহেবকে হজ্বের জন্য বিদায় দেয়ার মুহুর্ত আসলো তখন সেই মদীনার সত্যিকার আশিক নিজের হাজী বন্ধুকে বিদায় দিতেও গেলো, সেই আশিকে মদীনার বক্তব্য হলো: আমি খুবই আশাভরা দৃষ্টিতে মদীনা গমনকারী সৌভাগ্যবান আশিকে রাসূলকে সফিনায়ে মদীনায় (অর্থাৎ সামুদ্রিক জাহাজ) মদীনার পানে যেতে দেখছিলাম। হায়! শত কোটি আফসোস! অতঃপর আমি আমার ব্যাকুল মনকে আঁকড়ে ধরে বাড়ির দিকে ফিরে গেলাম। বছরের পর বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও এখনো পর্যন্ত ঐ মদীনার যিয়ারতকারী সৌভাগ্যবানের মনোরম দৃশ্য আমার মনে আছে।

যায়িরে তায়্যিবা! রওযে পে জা'কর তু সালাম উন সে রো রো কে কেহনা
মেরে গম কা ফাসানা সুনা কর তু সালাম উন সে রো রো কে কেহনা

www.dawateislami.net

তেরি কিসমত পে রশক আ'রাহা হে তু মদীনে কো আব জা'রাহা হে
আহ! জাতা হে মুঝ কো রুলাকর তু সালাম উন সে রো রো কে কেহনা
জব পৌহছ জায়ে তেরা সফীনা জব নযর আয়ে মিঠা মদীনা
বা আদব আপনে সর কো ঝুকা কর তু সালাম উন সে রো রো কে কেহনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের চোখের পলকে অশ্রুর মালা নিয়ে, অন্তরে ইশ্‌কে রাসূলের প্রদীপ জ্বালিয়ে, নিজের অন্তর মদীনার আশার প্রদীপ আলোকিতকারী সত্যিকার আশিকে মদীনা, যিনি নিজের প্রচেষ্টায় লাখো লাখ মুসলমানকে মদীনার প্রেমিক বানিয়ে দিয়েছেন, সেই মহান মনিষীর নাম হলো **"শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **"**।

যিক্‌রে মদীনা জারি লব পর সোযে মদীনা বাঁটতে আকসর
ইশ্‌কে তাইবা মে দেখো তো লাগতে হে সর শার
মেরে মুর্শিদ হে আত্তার মেরে মুর্শিদ হে আত্তার
اِنْ شَآءَ الله ইন কে সদকে হোগা বেড়া পাড়

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বাহ! কি অপরূপ মদীনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه ওলামায়ে আহলে সুন্নাত তো আশিকে রাসূল হয়ই। রইসুত তেহরীর হযরত

আল্লামা মাওলানা আরশাদুল কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উদ্ধৃতিতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযী মজলিশে শূরার মরহুম সদস্য হাজী যমযম আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেছিলেন: হায়দারাবাদে একবার আল্লামা আরশাদুল কাদেরী সাহেব একটি মসজিদে বয়ান করার জন্য আগমন করলেন, তখন মেহরাব বা এর পাশের দেয়ালে লাগানো মাকতাবাতুল মদীনার স্টিকার **"বাহ! কি অপরূপ মদীনা"** এর উপর দৃষ্টি পড়লে তখন হঠাৎ মদীনা পাকের প্রেম এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করলো যে, চোখ দিয়ে অনবরত অশ্রু বর্ষন হতে লাগলো অতঃপর এমনই ভাবগম্ভির ভঙ্গিতে বললেন: যাঁর লিখনীতে এমন প্রভাব রয়েছে, তবে সেই ব্যক্তির মাঝে কিরূপ ভাবাবেগ থাকবে।

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

শাহ তুম নে মদীনা আপনায়া, ওয়াহ কিয়া বা'ত হে মদীনে কি।
আপনা রওযা ইসি মে বানওয়ায়া, ওয়াহ কিয়া বা'ত হে মদীনে কি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হজ্বের সফর

হে আশিকানে রাসূল! হজ্বের সফর ও মদীনার যিয়ারত খুবই ভাব গাম্ভীর্যময় সফর, **আল্লাহ পাক** সকল আশিকানে রাসূলকে **তাঁর** প্রিয় হেরম, কাবা শরীফ, মীনা, আরাফাত ও মুজদালিফা শরীফ এবং কাবারই কাবা সবুজ গম্বুজের জ্বলওয়া দ্বারা ধন্য করুক। বিশ্বাস করুন! এই সফর যতবারই নসীব হোকনা কেন তা "কম", **আল্লাহ পাক** তাঁর পবিত্র ঘর খানায়ে কাবায় এমন আকর্ষণ রেখেছেন যে, এখান থেকে ফিরে যেতে মন চায়না, বিদায়ের সময় যেনো মনে হয় শিশুকে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে আর মদীনা তো মদীনাই, মদীনার কথা কি আর বলবো, এমন কোন্ চোখ নেই, যা এর দীদারে অশ্রু বর্ষণ করে না, এমন কোন্ অন্তর নেই, যেটা এর স্মরণে ছটফট করে না, এমন কোন মুসলমানের অন্তর নেই, যেটাতে মদীনায় হাজিরীরর আকাঙ্ক্ষা নেই। হায়! শত কোটি আফসোস! যদি বারবার নিরাপত্তা সহকারে হাজিরী নসীব হতো।

ওহ মদীনা জু কওনাইন কা তাজ হে
জিস কা দীদার মুমিন কি মে'রাজ হে
জীন্দেগী মে খোদা হার মুসলমান কো
ওহ মদীনা দিখা দেয় তো কিয়া বাত হে

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোন দিকে অন্তরের আকর্ষনকে "ভালবাসা" বলা হয় আর যদি এই ভালবাসা প্রবল আকার ধারন করে তবে একে "ইশক" (তথা প্রেম) বলা হয়, যার প্রতি প্রেম হয়ে যায় তবে তার প্রতিটি বিষয়ই ভাল লাগে।

জান হে ইশ্‌কে মুস্তফা রোয ফযোঁ করে খোদা,
জিস কো হো দরদ কা মজা নাযে দাওয়া উঠায়ে কিউঁ।

আশিকে মদীনা

হে আশিকানে আত্তার! দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه লাখো মুসলমানকে মদীনার ভালবাসা এবং **শাহানশাহে মদীনা হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার সূধা পান করিয়েছেন, তিনি আসলেই আশিকে মদীনা ও সত্যিকার আশিকে রাসূল বরং এটাই নয়, **আল্লাহ পাক** তাঁকে ঐ পদ ও মর্যাদা দান করেছেন যে, বড় বড় ওলামায়ে কিরামরাও তাঁকে আশিকে মদীনা এবং সুন্নাতের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি বলে থাকে। আপনাদের মনে আমীরে আহলে সুন্নাতের ভালবাসা আরো বৃদ্ধির জন্য দু'জন ওলামার অভিমত নিজের ভাষায় উপস্থাপন করছি: ভারতের প্রসিদ্ধ

আলিমে দ্বীন, শাহজাদায়ে খলিফায়ে আলা হযরত, গাজীয়ে মিল্লাত হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ হাশেমী মিয়া আশরাফী জিলানী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي বলেন: আমার ইলইয়াস কাদেরী সাহেবের সাথে কোন (রক্তের) সম্পর্ক নেই, যেই মদীনাকে ছেড়ে আমাদের বাপদাদারা ভারতে ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেছেন "আমি সেই পুরো মদীনা ইলইয়াস কাদেরীর বুকে দেখেছি।" তিনি মদীনা মদীনা করতে থাকেন, বাক্বীতে ঘুমাতে চান, সাহাবায়ে কিরাম (عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) এর কদমে থাকতে চান, (তাঁর) ইশ্‌কে রাসূল, মদীনার আকাঙ্ক্ষা, ভালবাসায় ডুবে থাকা একটি স্বভাব। আমি দোয়া করছি: **আল্লাহ পাক** মাওলানা ইলইয়াস কাদেরী সাহেবের জ্ঞান ও বয়সে বরকত দান করুক এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতকে ফয়যানে সুন্নাত দ্বারা ধন্য হওয়ার সৌভাগ্য দান করুক। **(ভিডিও ক্লিপ এবং আমীরে আহলে সুন্নাতের ব্যাপারে ১১৬৩জন ওলামায়ে কিরামের অভিমত, ৭৩৮ পৃষ্ঠা, অপ্রকাশিত)**

রব কে ডর সে ওহ রোনা রোলারা তেরা
ওয়াজদ মে যিক্‌রে তায়বা হে আনা তেরা
জামে ইশ্‌কে নবী ওহ পিলানা তেরা
মেরে সাকী কা শরাব সালামত রাহে

www.dawateislami.net

মুফতীয়ে সক্কর, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ইব্রাহিম কাদেরী সাহেব مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي বলেন: **আল্লাহ পাক** হযরত আমীরে আহলে সুন্নাতের মঙ্গল করুক, যিনি **দা'ওয়াতে ইসলামী** নামে এমন দ্বীনি সংশোধনমূলক জামাআত প্রতিষ্ঠা করেছেন, যার সাথে হাজারো লাখো মানুষ সম্পৃক্ত হয়ে নিজের জীবন শরীয়াতের অনুসরণে অতিবাহিত করে এবং অন্তরকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় সিক্ত করে নিজের অন্তরকে মদীনা বানিয়ে নিয়েছে। (আমীরে আহলে সুন্নাতের ব্যাপারে ১১৬৩জন ওলামায়ে কিরামের অভিমত, ৩০ পৃষ্ঠা, অপ্রকাশিত)

ইশ্‌কে নবী মিলা হে দিল ফুল সা খিলা হে
মাসলাক মেরে রযা কা আত্তার নে দিয়া হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আশিকদের ঈদ

হে সবুজ গম্বুজ দেখার আকাঙ্ক্ষীরা! কেউ সত্যই বলেছেন: মদীনা যাওয়ার জন্য টাকা নয় "সত্যিকার আকাঙ্ক্ষা" প্রয়োজন, যখন বান্দা মদীনার হাজিরীর জন্য ব্যাকুল হয়ে যায় তখন হাজিরীর পথ সৃষ্টি হতে থাকে, বড় বড় সম্পদশালী, টাকা ওয়ালা লোক চেয়ে থাকে আর সত্যিকার মদীনার প্রেমিক তার **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

কাহাঁ কা মানসাব কাহাঁ কি দৌলত, কসম খোদা কি হে ইয়ে হাকীকত
জিনহে বুলায়া হে মুস্তফা নে, ওহি মদীনে কো জা রাহি হে

এমনই কিছু আশিকে মদীনা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বেলায় ঘটেছে। তিনি ছোটবেলা থেকে নাত পাঠ করা ও মদীনায় হাজিরীর কালাম পাঠ করা, শুনার আগ্রহী ছিলেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী** প্রতিষ্ঠার পূর্বের তিনি তাঁর বন্ধুদের সাথে মিলে যিক্‌রে মদীনা এবং যিক্‌রে **শাহে মদীনা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাহফিল (তথা নাত মাহফিল) আয়োজন করতেন। বিশেষকরে মুফতীয়ে আযম ভারত মাওলানা মুস্তফা রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মদীনার স্মরণ সম্বলিত কালাম:

বখতে খুফতা নে মুঝে রওযে পে জানে না দিয়া,
চশমে ও দিল সিনে কলিজে সে লাগানে না দিয়া।

লাইট বন্ধ করে পাঠ করতেন, মাহফিলে বিদ্যমান আশিকানে রাসূলের উপর খুবই ভাবাবেগ সৃষ্টি হতো এবং খুবই মনোরম দৃশ্য হতো, অবশেষে সেই সোনালী মুহূর্ত চলেই এলো, ১৪০০ হিজরী অনুযায়ী ১৯৮০ইং, আমীরে আহলে সুন্নাতের কয়েকজন বন্ধু যারা আরব শরীফে থাকতেন, তাঁদের আমীরে আহলে সুন্নাতের মনের অবস্থা সম্পর্কে

কিছুটা জানতেন, তাঁরা মিলে আমীরে আহলে সুন্নাতকে নিজেদের খরচে মদীনায় হাজিরীর সুসংবাদ শুনালেন।

ইস আ'স পে জি'তা হোঁ কেহদে ইয়ে কোয়ি আ'কর
চল তুঝ কো মদীনে মে ছরকার বুলাতে হে

মদীনায় হাজিরীর সুসংবাদ

হলো কি, আমীরে আহলে সুন্নাতের ছোটবেলার এক বন্ধু ১৯৭৩ সালে মদীনা পাকে শিফট হয়ে গিয়েছিলো, কিছুদিনের মধ্যেই আরো কয়েকজন বন্ধুও হারামাঈন তায়্যিবাইনে শিফট হয়ে গেলো, একবার তাঁরা পরস্পর বসলেন, বন্ধুদের মাঝে সবার আগে মদীনা পাকে হাজির হওয়া বন্ধু সবাইকে বললো: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরা সবাই মদীনা পাকের যিয়ারত করে নিয়েছি, কিন্তু আমাদের এক বন্ধুর এখনো মদীনা পাকে হাজিরী হয়নি, চলো আমরা সবাই মিলে তাঁর আসা যাওয়ার টিকেটের ব্যবস্থা করি, আমার ঘর মদীনা পাকে হেরমে পাকের কাছেই, যখন আমীরে আহলে সুন্নাত মদীনা পাকে আসবে তখন তাঁর থাকার ব্যবস্থা আমার বাড়িতে হয়ে যাবে এবং মক্কা শরীফে হাজিরীর সময় মক্কায় অবস্থানকারী বন্ধুর বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে, এভাবে শুধু আসা যাওয়ার টিকেটের ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে,

তখন বাবুল মদীনা হতে মদীনা শরীফের টিকেটের খরচ পাঁচ হাজার রিয়াল ছিলো। সব বন্ধুরা পরস্পর মিলে টাকা তুললো আর এভাবে আমীরে আহলে সুন্নাতের মদীনায় হাজিরীর নেয়ামত অর্জনের ব্যবস্থা হয়ে গেলো।

জব বুলায়া আক্বা সে খুদহি ইন্তিযাম হো গেয়ে

আশ্চর্যজনক অবস্থা

আল্লাহ পাকের প্রিয় ও শেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** আশিকের প্রতি দয়া করলেন এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه নিরাপদেই ওমরার ভিসা হয়ে গেলো। মদীনা পাকের হাজিরীর সুসংবাদ নয় যেনো অমূল্য নেয়ামত অর্জন হয়েছিলো। আত্তার খুশিতে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলো, খুশিতে এক ট্রাভেল এজেন্ট মুহাম্মদ সেলিম যে তাঁর নিকট নূর মসজিদের আসা যাওয়া করতো, তাকে টিকেট বুক করার জন্য বললেন। তিনি যেই এয়ার লাইনে টিকেট বুক করলেন, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাতে সফর করতে চাইলেন না, **আল্লাহ পাকের** দয়ায় অনেক চেষ্টার পর পরিশ্রম সফল হলো এবং যেই ফ্লাইটের আকাঙ্ক্ষা ছিলো তা পূরণ হলো আর টিকেট বুক হয়ে গেলো। **আল্লাহ পাকের** মর্জি দেখুন! যেইদিনে যেই মুহূর্তে আমীরে আহলে সুন্নাতের

www.dawateislami.net

دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ফ্লাইট উড়লো, তার কিছুক্ষণ পূর্বে সেই এয়ার লাইনও যাত্রা করলো যাতে এর পূর্বে আমীরে আহলে সুন্নাতের টিকেট বুক হয়েছিলো, জেদ্দা শরীফ পৌঁছে জানা গেলো, সেই এয়ার লাইনে আগুন লাগার কারণে সকল যাত্রী মারা গেছে। **আল্লাহ পাক!** সেই দূর্ঘটনায় মৃত্যুবরনকারী আশিকানে রাসূলের বিনা হিসাবে ক্ষমা করুক। (যেনো আমীরে আহলে সুন্নাতকে মদীনা পাকের হাজিরীর জন্যই ডাকা হয়েছে।)

জিসে চাহা দরপে বুলা লিয়া জিসে চাহা আপনা বানা লিয়া
ইয়ে বড়ে করম কে হে ফয়সেলে ইয়ে বড়ে নসীব কি বাত হে

উদ্বেগ দূর করুন

করাচীতে আমীরে আহলে সুন্নাতের دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কয়েকজন বন্ধু যখন সেই বিমান দূর্ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারলেন তখন তারা মনে করলেন যে, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সেই ফ্লাইটেই ছিলেন, অতএব তারা সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য করাচীতে তাঁর বাড়ি ওল্ড টাউন মিঠাদারে আসলেন, যখন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এব্যাপারে কোনভাবে জানতে পারলেন তখন তিনি তাঁর বন্ধুদের মাধ্যমে করাচীতে এই সংবাদ পাঠালেন যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি নিরাপদে জেদ্দা শরীফে আছি।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে এটা আরয করতে চাই যে, যখনই সফর করবেন তখন নিরাপদে আপনার গন্তব্যে পৌঁছে পরিবারকে অবহিত করে দেয়া উচিৎ, যাতে পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়রা কোন ধরনের উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় না থাকে, অন্যথায় হয়তো কোন কারণে আপনার সাথে যেগোযোগ করছে আর যোগাযোগ না হওয়া অবস্থায় উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় পড়ে যাবে। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে ঈমান ও নিরাপদে সবুজ গম্বুজের ছায়ায় শাহাদত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফেরদাউসে **আপন প্রিয় হাবীব হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিত্ব নসবী করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আল্লাহ ওয়ালাদের পদ্ধতি

সম্ভবত ৫ শাওয়ালুল মুকাররম ১৪০০ হিজরীর মুবারক সময়ে আমীরে আহলে সুন্নাত জেদ্দা শরীফ এয়ার পোর্টে নামেন তখন তিনি জানতে পারলেন যে, তাঁর লাগেজ (Luggage) হারিয়ে গেছে, অনেক খোঁজাখুজির পরও যখন ব্যাগ পেলেন না তখন তিনি এই ভেবে যে, "প্রাণের বদলে ব্যাগ চলে গেছে" অবশিষ্ট মালামাল (Hand carry) নিয়ে কাষ্টম রুম থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং যেই বন্ধুরা নিতে এসেছিলেন তাঁদের সাথে গাড়িতে বসে গেলেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের প্রত্যেক সিদ্ধান্তের উপর রাজি থাকা উচিৎ, অহেতুক আপত্তি অভিযোগ করার কোন উপকারীতা নেই বরং হতে পারে বিপদে পড়ার প্রতিদান থেকেও বঞ্চিত হয়ে যাবে, আমীরে আহলে সুন্নাতের دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সুন্দর চিন্তাভাবনার প্রতি উৎসর্গিত! তিনি **আল্লাহ পাকের** মকবুল বান্দাদের অন্যতম, অন্য দেশে গিয়েই নিজের মালামাল হারিয়ে ফেলা কত বড় চিন্তার কারণ তা তারাই জানবে যাদের সাথে কখনো এরূপ হয়েছে, তিনি এত বড় পেরেশানির পরও অভিযোগ অনুযোগ করলেন না এবং এটাই আমাদের বুযুর্গদের পদ্ধতি, যেমনটি অনেক বড় আল্লাহর অলী হযরত সাহাল বিন আব্দুল্লাহ তুসতারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে এক ব্যক্তি উপস্থিত হলো এবং আরয করলো: চোর আমার ঘরে প্রবেশ করে সব মালামাল চুরি করে নিয়ে গেছে। একথা শুনে তিনি খুবই কৌশলে বললেন: এটি হলো কৃতজ্ঞতার সময়, কেননা চোর এলো আর মাল চুরি করে নিয়ে গেছে, যদি শয়তান চোর হয়ে আসতো আর مَعَاذَ الله তোমার ঈমান চুরি করে নিয়ে যেতে তবে কি করতে? **আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।**

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

যবাঁ পর শিকওয়ায়ে রনজ ও আলাম লায়া নেহী করতে
নবী কে নাম লিওয়া গম সে ঘাবরায়া নেহী করতে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নিজের অন্তরে মদীনা পাকের হাজিরীর আকাঙ্ক্ষা পোষণকারীরা! একটু কল্পনা করুন তো যে, ঐ সময়টি কিরূপ সোনালী সময় হবে যখন আমরা এমন গাড়িতে আরোহন করবো, যা মদীনার দিকে যাচ্ছে আর আমরা জানি যে, কিছুক্ষণ পর আমরা আসলেই সত্যি সত্যি মদীনা পাকে প্রবেশ করবো, সেই সবুজ গম্বুজের দৃশ্য, সেই মসজিদে নববী শরীফের উজ্জল মিনার, সেই মদীনার হেরেম, সেই সোনালী জালি এবং রিয়াযুল জান্নাতের সুন্দর ও মনমুগ্ধকর দৃশ্য.... হায়! যদি.....

মে ফুল কো চুমুঙ্গা অউর ধুল কো চুমুঙ্গা
জিস ওয়াকত করোঙ্গা মে দীদার মদীনা কা
আঁখো সে লাগাউঙ্গা অউর দিল মে বাসালুঙ্গা
সীনে মে উতারোঙ্গা মে খার মদীনে করা

হে আশিকানে রাসূল! সত্যিকার আশিকে মদীনা আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه করাচী থেকে মদীনা মুনাওয়ারা উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন, তাই তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন না, কেননা যারা মক্কা পাকের উদ্দেশ্যে

মিকাতে প্রবেশ করে তাদের জন্য ইহরাম বাঁধা জরুরী হয়ে থাকে। (রফিকুল হারামাঈন, ৩২৭ পৃষ্ঠা) আমীরে আহলে সুন্নাতের গাড়ি জিদ্দা শরীফ থেকে মদীনার পানে আন্দোলিত হয়ে যাত্রা করলো। এটা এমন সুন্দর ও অনন্য সফর ছিলো যে, একে যেভাবে এর হক সেভাবে লিখনিতে ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব, কেননা মদীনার প্রেমিকের অন্তরের অবস্থাকে শব্দ চয়ন দ্বারা কিভাবে বর্ণনা করা যাবে, তবে নিজের ভঙ্গিতে মদীনার সফরের অবস্থা বর্ণনা করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তখন আরব শরীফে খুবই গরম আবহাওয়া বিরাজ করছিলো, যেনো সূর্যও আরবের পরিবেশের বরকত অর্জন করছিলো। আমীরে আহলে সুন্নাত যেই কার গাড়িতে ছিলেন তা এয়ার কন্ডিশন ছিলো এবং বাইরে প্রবল লু হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছিলো কিন্তু সত্যিকার মদীনার প্রেমিকের অন্তরের অবস্থা বর্ণনাতীত ছিলো, এয়ার কন্ডিশন গাড়িতে বসার পরও তিনি বারবার জানালার কাঁচ খুলে আরব মরুভূমির বাতাস গ্রহণ করছিলেন। আশিকের মাহবুবের দীদারের এরূপ প্রেমময় ভঙ্গি কোন নতুন বিষয় নয়। মাহবুবের অলিগলির কণা কণার প্রতি ভালবাসা ও প্রেম হয়ে থাকে।

আ ইধার রূহ কি হার তেহ মে সামুলুঁ তুঝ কো
এ্যয় হাওয়া তু নে তো ছরকার কো দেখা হোগা

www.dawateislami.net

যাইহোক, গাড়ি মদীনার পানে যাচ্ছিলো এবং নাত শরীফ চলছিলো, যেহেতু জীবনে প্রথম সফর ছিলো, কখনো আনন্দ আর কখনো মনে শঙ্কা বিরাজ করছিলো, কেননা অতিশীঘ্রই আশিকদের বসতী মদীনা পাকে হাজিরী হবে, কোন অসহায়দের আশ্রয়স্থলে হাজিরীর ইচ্ছা রয়েছে, যাইহোক, মুহাব্বতেরও আপন ভিন্ন পদ্ধতি হয়ে থাকে, আমাদের কখনোই কারো মুহাব্বতের প্রতি আপত্তি এবং কু-ধারনা মনে আনা উচিৎ নয়, অন্যথায় এমন যেনো না হয় যে, আমরা এই মহান দৌলত থেকে বঞ্চিত থাকবো।

না কিসি কে রকচ পে তনয কর না কিসি কে গম কা মযাক উড়া
জিসে চাহে জেয়সে নাওয়ায দেয় ইয়ে মেযাজে ইশ্‌কে রাসূল হে

মদীনার শান ও মহত্বের ব্যাপারে কি বলবো!

এই প্রেম ও ভালবাসার সুন্দর আবহ কোন সাধারন শহর বা সাধারন জায়গার প্রতি নয় বরং এটি ঐ মদীনা শহরের প্রতি ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ, যা সব শহরের বাদশাহ এবং এখানে অবস্থান গ্রহণকারী হলেন সকল নবীদের শাহানশাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم।

নবীউ মে জেয়সে আফযল ও আলা হে মুস্তফা
শহরো মে বাদশাহ হে মদীনা হুযুর কা

www.dawateislami.net

মদীনার পাঁচটি বিশেষত্ব

(এমনিতে তো মদীনার অসংখ্য বিশেষত্ব রয়েছে কিন্তু বরকত অর্জনের জন্য এখানে শুধু পাঁচটি বর্ণনা করা হলো)

(১) পৃথিবীর বুকে এমন কোন শহর নাই, যার এতগুলো পবিত্র নাম রয়েছে, যতগুলো মদীনা পাকের রয়েছে, কোন কোন ওলামা তো ১০০টি পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করেছেন। (২) মদীনা শরীফে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হৃদয় মুবারক প্রশান্তি পেতো। (৩) এখানকার ধূলাবালি নিজের নূরানী চেহারা থেকে পরিস্কার করতেন না এবং সাহাবায়ে কিরামকেও عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তা করতে নিষেধ করতেন আর ইরশাদ করতেন: "মদীনার মাটিতে আরোগ্য রয়েছে।" (জযবুল কুলূব, ২২ পৃষ্ঠা) (৪) যখন কোন মুসলমান যিয়ারতের নিয়্যতে মদীনা শরীফে আসে, তখন ফিরিশতারা রহমতের উপহার নিয়ে তাকে সম্ভাষণ জানায়। (জযবুল কুলূব, ২১১ পৃষ্ঠা) (৫) **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদীনা শরীফে মৃত্যুবরণ করার উৎসাহ দিয়েছেন এবং এখানে মৃত্যুবরণ কারীর শাফায়াত করবেন। (আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা ২০০ পৃষ্ঠা)

মদীনা মদীনা হামারা মদীনা, হামে জানও দিল সে পেয়ারা মদীনা।
সুহানা সুহানা দিল আরা মদীনা, দিওয়ানোঁ কি আঁখো কা তারা মদীনা।

www.dawateislami.net

ইয়ে রঙে ফাযায়ে ইয়ে মেহকি হাওয়ায়ে, মুয়াত্তার মুয়াম্বর হে সারা মদীনা।
ওয়াহা পেয়ারা কাবা ইহা সবজ গুম্বদ, ওহ মক্কে ভি মিঠা তো পেয়ারা মদীনা।
যিয়া পীর ও মুর্শিদ কে সদকে মে আক্বা, ইয়ে আত্তার আয়ে দুবারা মদীনা।

মদীনা আগমন আসছে

মদীনার প্রেমিকেরা! একটু মনোযোগ সহকারে পড়ুন! কেননা এখন সেই মুহূর্তই আসছে, যখন সত্যিকার আশিকে মদীনা সত্যি সত্যি মদীনা মুনাওয়ারার ন্যায় সুন্দর ও মনোরম শহরে প্রবেশ করছেন, আমীরে আহলে সুন্নাতের গাড়ি মদীনা পাকের নূর বর্ষণকারী সীমানায় প্রবেশ করার পূর্বে তিনি গাড়ি চালক তাঁর বন্ধুকে বললেন: আমি গাড়িতে বসে বসে মদীনা শহরে প্রবেশ করতে চাই না, অতএব যখন মদীনা পাকে প্রবেশের সময় এসে যাবে তখন আমাকে প্রথমেই বলে দিবেন। সম্ভবত মঙ্গল কামনা ও সহানুভূতির কারণে এটা ভেবে যে, আপনি কিভাবে এই গরমে পায়ে হেটে মসজিদে নববী শরীফে عَلٰی صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام পৌঁছবেন, সেই বন্ধু তাঁকে মসজিদে নববী শরীফের নিকটে এসে বললেন: "এই নিন এসে গেছে মদীনা" আর এটা হলো "সবুজ গম্বুজ"।

কিয়া সবজ সবজ গুম্বদ কিয়া খুব হে নাযারা
হে কিস কদর সুহানা কেয়সা হে পেয়ারা পেয়ারা
আনওয়ারিয়া চমাছম বরসায়েঁ আবরে পায়হাম
পুর নূর সবজ গুম্বদ পুর নূর হার মিনারা

www.dawateislami.net

মারহাবা ছদ মারহাবা! সামনে সবুজ গম্বুজ জ্বলজ্বল করে নূর বর্ষন করছিলো, এটা শুনতেই মদীনার প্রেমিক অতি উৎসাহ ও আগ্রহে দুলতে দুলতে এই বলে গাড়ি থেকে নামলে যে, আমার মালামাল তোমরা সামলে নাও, আমি তো যাঁর জন্য এসেছি, তাঁর নিকট যাচ্ছি। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه অতি আনন্দে চেন্ডেল ছাড়াই গাড়ি থেকে নিচে নেমে গেলেন, তিনি নেমে তো গেলেন কিন্তু মদীনা পাকে সবুজ গম্বুজ থেকে সূর্যও প্রচুর ফয়েয অর্জন করছিলো, গরম এবং লু হাওয়ার এমন উপস্থিতি ছিলো যে, যেনো মদীনার মাটিতে কেউ হেঁটে তো দেখাক, যখনই তিনি মাটিতে পা রাখলেন, তখন গরমের প্রভাব হাটু থেকে উপরেও অনুভব হতে লাগলো। মাটিতে পা রাখা কষ্টকর ছিলো, জীবনে কখনো এরূপ উতপ্ত মাটি দেখেননি, অবশেষে তিনি তাঁর গলা থেকে সাদা রঙের চাদর নিলেন এবং তা মাটিতে বিছিয়ে নিলেন, কয়েক কদম তার উপর হাটতেন অতঃপর থেমে যেতেন।

ওয়ারোঁ কদম কদম পে কেহ হারদম হে জানে নু
ইয়ে রাহে জাঁ ফযা মেরে মাওলা কে দর কি হে
আল্লাহু আকবর! আপনে কদম অউর ইয়ে খাকে পাক
হসরতে মালায়িকা কো জাহাঁ ওয়াদেয়ে সর কি হে

www.dawateislami.net

মদীনা শরীফে খালি পায়ে থাকা কেমন?

মদীনার প্রেমিকেরা! আশিকে মদীনার আপন আক্বা ও মওলার দরবারে উপস্থিতির এই কাল্পনাতীত দৃশ্য খুবই রুচিসম্মত যে, মুনিবের অলিগলিতে সেন্ডেলও পরিধান করবো না, হতে পারে কারো মনে এই কুমন্ত্রণা আসলো যে, সাহাবায়ে কিরামরাও عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তো আশিকে রাসূল ছিলেন কিন্তু তাঁরা তো মদীনায় সেন্ডেল পরিধান করতেন, আমরা তো তাঁদের চেয়ে বড় আশিকে রাসূল হতে পারি না। তাই আরয হলো: আসলেই আমরা সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان চেয়ে বড় আশিকে রাসূল হতে পারি না কিন্তু যদি কেউ মদীনা পাকের ভালবাসা ও সম্মানে সেন্ডেল পরিধান না করে তবে শরীয়াতে তা নিষেধও নেই বরং তা এই বরকতময় স্থানের আদব এবং পবিত্র স্থানে পা থেকে জুতা খোলার প্রমাণ তো কোরআনে পাকে বিদ্যমান, যেমনটি ১৬তম পারা সূরা ত্ব'হা এর ১২ নম্বর আয়াতে রয়েছে:

فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿۱۲﴾

(পারা ১৬, সূরা ত্ব'হা, আয়াত ১২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং তুমি আপন জুতা খুলে ফেলো; নিশ্চয় তুমি পবিত্র উপত্যকা 'তুওয়া' এর মধ্যে এসেছো।

www.dawateislami.net

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাফসীরে কোরআন নূরুল ইরফানে এই আয়াতের আলোকে লিখেন: আদবের কারণে জুতা খোলা "সুন্নাতে নববী"।

(নূরুল ইরফান, ৪৯৮ পৃষ্ঠা)

পাও মে জুতা, আরে! মাহবুব কা কুছে হে ইয়ে
হুঁশ কর তু হুঁশ কর, গাফিল! মদীনা আ'গেয়া

মদীনায় খালি পায়ে

কোটি কোটি মালেকীদের মহান ইমাম হযরত ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জবরদস্ত আশিকে রাসূল ছিলেন, তিনি মদীনা পাকের অলিগলিতে খালি পায়ে চলাচল করতেন। (তাবকাতে কুবরা লিশ শারানী, ১ম অংশ, ৭৬ পৃষ্ঠা) তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন: কোন রাত এমন অতিবাহিত হয়নি, যাতে আমি **আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত করিনি। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/৩৪৬)

দিওয়ানে কো তাহকীর সে দিওয়ানা না কেহনা
দিওয়ানা বহুত সোচ কে দিওয়ানা বনা হে
মাসতে মায়ে উলফত হে মদ হুঁশে মুহাব্বত হে
ফরযানা হে দিওয়ানা দিওয়ানা হে ফরযানা

কঠিন শব্দের অর্থ: মাসত: হারিয়ে যাওয়া। **মায়ে উলফত:** ভালবাসার সূধা। **ফরযানা:** বুদ্ধিমান।

www.dawateislami.net

কোথায় তুওয়া উপত্যকা আর কোথায় মদীনা শহর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সিরিয়ার তুর পর্বতের নিকটে অবস্থিত পবিত্র জঙ্গল তুওয়া এই কারণে পবিত্র ও বরকতময় জায়গা ছিলো যে, তা আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام গমনের জায়গা ছিলো, আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام গমনের স্থান যদি এই মর্যাদা পায় তবে যেখানে সকল **নবীদের সুলতান** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রায় ১০ বছর প্রকাশ্য হায়াত সহকারে অবস্থান করেছিলেন এবং এখনো তাঁর মুবারক শরীর সহকারে অবস্থান করছেন, সেই স্থানের শান ও মহত্বের ব্যাপারে কি বলা যায়, তুওয়া উপত্যকা আম্বিয়ায়ে কিরামের গমনস্থল আর সমগ্র জগতের মূল মদীনা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবস্থানস্থল, অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী তুওয়া উপত্যাকায় কিছু আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام মাযার মুবারকও রয়েছে আর মদীনায় সকল নবীদের সর্দার আরাম করছেন, তুওয়া উপত্যকায় কলিমুল্লাহর সাথে কথা হতো আর মদীনা তায়্যিবায় হাবীবুল্লাহর সাথে, হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام তুওয়া উপত্যকায় গমন করেছিলেন আর **আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মদীনায়ে পাকে হিজরত করার নির্দেশ দেয়া হলো, মোটকথা মদীনা পাকের মহত্ব ও

শান বর্ণনা করা আমাদের সাধ্যের বাইরে, শাহানশাহে সুখন মাওলানা হাসান রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন:

বানা শাহে নশিঁ খসরু দো'জাহাকা
বয়াঁ কিয়া হো ইযযু ও ওয়াকারে মদীনা
শরফ জিন সে হাসিল হোয়া আম্বিয়া কো
ওহি হে হাসান ইফতেখারে মদীনা

আশিকদের ইমাম, আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন:

হাশতে খুলদ আ'য়ে ওয়াহা কসবে লাতাফত কো রযা
চার দিন বরসে জাহাঁ আবরে বাহারানে আরব

কঠিন শব্দের অর্থ: হাশত: আট। **খুলদ:** জান্নাত। **কসবে লাতাফত:** সতেজতা গ্রহণ করা। **আবরে:** বৃষ্টি। **বাহারানে আরব:** আরবের বসন্ত। (আরেকটি পংতিতে খুবই সুন্দর ভাবে বলা হয়েছে:)

জব সে কদম পড়ে হে রিসালত মা'আব কে
জান্নাত বনা হুয়া হে মদীনা হুযুর কা
কুদসী ভি চুমতে হে আদব সে ইহাঁ কি খাক
কিসমত পে চুমতা হে মদীনা হুযুর কা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমীরে আহলে সুন্নাতের সোনালী জালিতে হাজিরী

হে আশিকানে রাসূল! মদীনার রোদ শরীফের এমন জোরদার উপস্থিতিতেই আশিকে মদীনা আমীরে আহলে

সুন্নাত মসজিদে নববী শরীফে عَلٰی صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام প্রবেশ করলেন, জেদ্দা শরীফ থেকে মদীনা পাক হাজিরীর সময় গাড়িতে মুফতীয়ে আযম ভারত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কালামের এই পংতি বারবার পাঠ করছিলেন:

থে পাও মে বেহুদ কে ছালে তু চলা সের সে
হুশিয়ার হে দিওয়ানা হুশিয়ার হে দিওয়ানা

হে সবুজ গম্বুজের দীদারের আগ্রহীরা! ভাবুন তো! একজন সাধারন মুসলমানও যখন প্রথমবার মদীনার হাজিরীর সৌভাগ্য পায় তখন অনেক খুশি উদযাপন করে, অতঃপর যখন সেই মুমিন বান্দার মেরাজের সময় এসে যায় এবং সে সেই সবুজ গম্বুজের নিচের অংশ যা সারা জীবন কল্পনায় দেখেছিলো, নাতে শুনেছিলো, সৌভাগ্যবানরা স্বপ্নে উপত্যকায় চুম্বন করেছিলো, তা একেবারে জাগ্রত অবস্থা সামনেই জ্বলওয়া ছড়াচ্ছে তখন কিরূপ সুন্দর দৃশ্য হবে, سُبْحٰنَ الله! কিরূপ আবেগঘন সেই দৃশ্য হবে, আর সত্যিকার আশিকে মদীনা সেই সবুজ গম্বুজ ও নূর বর্ষনকারী মিনারের দীদারের কি অবস্থা হবে, তখন অন্তরে কি অবস্থা বিরাজ করবে, কিরূপ অশ্রু বর্ষন, কিরূপ আহ ও হেঁচকির আওয়াজ হয়েছে.....

পে'শে নযর ওহ নু বাহার সিজদে কো দিল হে বে করার
রুকিয়ে সর কো রুকিয়ে হা এহি ইমতিহান হে

www.dawateislami.net

যেসকল আশিকানে রাসূল আশিকে মদীনা আমীরে আহলে সুন্নাতের মাধ্যমে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সালাম আরয করেছিলো তাদের সালাম এবং মনে মনে জানিনা কি কি আরয করেছেন, জীবনে প্রথমবার সোনালী জালির হাজিরী তাও এরূপ প্রেমময় অবস্থায়, মারহাবা ছদ মারহাবা!

মনের অবস্থা বর্ণনা করার পর তিনি যখন ফিরে আসছিলেন তখন সেই বন্ধুরা যারা তাঁকে জেদ্দা শরীফ থেকে এনেছিলো, তারাও মসজিদে নববী শরীফে উপস্থিত ছিলো অতঃপর তিনি তাঁর অবস্থান স্থলে যা কিনা মসজিদে নববী শরীফের নিকটেই ছিলো সেখানে চলে এলেন, ফিরে এসে যে তাঁর অশ্রুর ধারা বইছিলো তা সহজে বন্ধ হচ্ছিলো না, প্রত্যেক আশিকে রাসূলের প্রথম মদীনার হাজিরীর কোন না কোন বিশেষ অবস্থা হয়ে থাকে, কেউ খুশি খুশি দীদারের সুসংবাদ পায় তো কেউ কান্না করতে করতে আসে আর কান্না করতে থাকে, মদীনার প্রেমের ঐ সকল ধরন যা শরীয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক নয় তা অবলম্বন করা যেতে পারে এবং এটি সৌভাগ্যেরই বিষয়। **আল্লাহ পাক**! আমাদেরকে **তাঁর প্রিয় ও শেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার আশিকদের সদকায়

www.dawateislami.net

ইশ্‌কে মদীনা ও ইশ্‌কে **শাহে মদীনা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অশেষ নেয়ামত দান করুক।

হে ইয়ে ফযলে খোদা, মে মদীনে মে হোঁ
হে উসি কি আদা মে মদীনা মে হোঁ
ইয়ার রাসূলে খোদা মে মদীনে মে হোঁ
তুম নে বুলওয়ায়া মে মদীনে মে হোঁ
মেরী ঈদ আজ হে মেরী মেরাজ হে
মে ইহা আ'গেয়া মে মদীনে মে হোঁ

মাহবুবকে সন্তুষ্ট করার অনন্য পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আশিকদের ধরনই অনন্য হয়ে থাকে। এক ব্যক্তি (যুগের মহান বাদশাহ) মাহমুদ গজনবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে মদীনা মুনাওয়ারায় হাজিরী কালে মসজিদে নববী শরীফে গরীবের পোশাক পরিহিত, কাঁধে পানির মশক উঠানো অবস্থায় হেরেম শরীফের যিয়ারত কারীদেরকে পানি পান করাতে দেখে বললেন: আপনি কি গজনীর বাদশাহ নন? নিজেকে কি অবস্থা করে রেখেছেন? উত্তর দিলেন: আমি বাদশাহ হতে পারি, তবে তা গজনীর, এই দরবারে তো বাদশাহরাও ফকীর ও গরীব। প্রশ্নকারীর এই প্রেমময় উত্তর খুবই পছন্দ হলো। কিছুক্ষণ পর লোকটি দেখলো যে, মিসরের বাদশাহ অত্যন্ত সৌর্য-বীর্য ও মহা

www.dawateislami.net

প্রতিপত্তি সহকারে আসছে, লোকটি অগ্রসর হয়ে বললো: আপনার এত বড় স্পর্ধা! মদীনা পাকে হাজিরী আর এই শাহী প্রতিপত্তি প্রদর্শন! যে উত্তর মিসরের বাদশাহ দিয়েছিলো, তাও সোনালী অক্ষরে লিখে রাখার মতোই। মিসরের বাদশাহ্ বললো: হে প্রশ্নকারী! এটা বলো যে, এই বাদশাহী কে দান করেছেন? নিঃসন্দেহে **মদীনাওয়ালা মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই দান করেছেন। অতএব শাহী মুকুট ও পোশাক সহকারেই উপস্থিত হয়েছি, যাতে প্রদানকারী নিজের মুবারক চোখে যেনো তা অবলোকন করে নেন।

(আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনাবলী, ৩৩ পৃষ্ঠা)

জিস দম সূয়ে তাইবা সফর হো আঁখে তর হো পাঠতা জিগর হো
অউর আতা হো সোযিশে সীনা ইয়া আল্লাহ মেরী ঝোলী ভর দেয়
সামনে জব হো গুম্বদে খাযরা কলব ও জিগর হো পারা পারা
বেহ নিকলে আশকো কা ধারা ইয়া আল্লাহ মেরী ঝোলী ভর দেয়

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মদীনার আশিকের মদীনার প্রতি অনন্য ভালবাসা!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত আছে: مَنْ اَحَبَّ شَيْئًا اَكْثَرَ ذِكْرَه অর্থাৎ মানুষ যেই জিনিষকে ভালবাসে, তার আলোচনা অধিকহারে করে থাকে। **(শুয়াবুল ঈমান, ১/৩৮৮, হাদীস ৫০১)** এই কারণেই আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ফয়যানে

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসূল মদীনার যিকির করতেই থাকে, আমীরে আহলে সুন্নাতের دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মদীনা পাকের প্রতি ভালবাসার উদাহরন এই যুগে পাওয়া কঠিন, তিনি শিশুদের মুখেও মদীনার যিকির জারি করে দিয়েছেন, তাঁর দিনরাতের লাগাতার প্রচেষ্টায় বানানো ইসলামী দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সংশোধন ও দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** এই মুহূর্তে পৃথিবীর অনেক দেশে আশিকানে রাসূলের অন্তরে ইশ্‌কে রাসূলের প্রদীপ জ্বালানো এবং সুন্নাত প্রসারে ব্যস্ত আছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই দ্বীনি সংগঠন প্রায় ৮০টি বিভাগের মাধ্যমে কোরআন ও সুন্নাতের বার্তা প্রচার করছে, আসুন! এবার আপনাদের এই আশিকে মদীনা আমীরে আহলে সুন্নাতের دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মদীনার প্রতি ভালবাসায় সিক্ত কয়েকটি বিভাগের নাম বর্ণনা করি, যাদের নামেই মদীনার যিকির এবং মদীনার স্মরণের বহিঃপ্রকাশ রয়েছে। ইসলামী লেটরেচার লিখার বিভাগের নাম **"আল মদীনাতুল ইলমিয়া"**, মাদানী মারকায মসজিদ সমূহের নাম **"ফয়যানে মদীনা"**, দরসে নিজামী আলিম কোর্স করানোর মাদরাসার নাম **"জামেয়াতুল মদীনা"**, কোরআনে করীম হিফয ও নাজেরা ফ্রি শিক্ষা প্রদানের মাদরাসার নাম **"মাদরাসাতুল মদীনা"**, বাংলাসহ প্রায় ৩০টির ও অধিক

www.dawateislami.net

ভাষায় ইসলামী কিতাব প্রিন্ট করে সারা দুনিয়ায় দ্বীরে বার্তা প্রসারকারী প্রতিষ্ঠানের নাম **"মাকতাবাতুল মদীনা"**, শিশুদের দ্বীনের পাশাপাশি দুনিয়াবী শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম **"দারুল মদীনা"**, বাংলা, ইংরেজী ও উর্দূ ভাষায় নেকীর দাওয়াত প্রসারকারী ১০০ ভাগ ইসলামী চ্যানেলের নাম **"মাদানী চ্যানেল"** এবং দ্বীন ও দুনিয়াবী তথ্যাবলী সমৃদ্ধ ইলমে দ্বীনি শিখার অনুপম ও অতুলনীয় প্রশ্নোত্তরের অনুষ্ঠান **"মাদানী মুযাকারা"**। (হে **আল্লাহ পাক**! আমাদেরকে একনিষ্ঠতা ও অটলতার সহিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি কাজে আমলী ভাবে অংশগ্রহণ করা নসীব করো।)

আশিকে মদীনা আমীরে আহলে সুন্নাতের তাঁর অসীয়তনামা লিখার পর বিনয়পূর্ণ দোয়া

হায়! গুনাহ সমূহের মার্জনাকারী ক্ষমাশীল দয়ালু মালিক **আল্লাহ পাক** যদি আমি গুনাহগার ও পাপীকে **তাঁর প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উসিলায় ক্ষমা করে দিতেন। **হে আমার প্রিয় আল্লাহ!** যতদিন পর্যন্ত আমি জীবিত থাকি ততদিন পর্যন্ত আমাকে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় মত্ত রাখো, যেন মদীনার স্মরণ করতে থাকি, নেকীর দাওয়াতের জন্য সচেষ্ট রাখো, **প্রিয় মাহবুব হুযুর**

www.dawateislami.net

পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত নসীব করো এবং আমাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। জান্নাতুল ফিরদাউসেও **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশি হওয়ার সুযোগ দান করো। হায়! যদি সর্বদাই **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দীদার লাভে ধন্য থাকতে পারতাম। **হে আল্লাহ পাক!** তোমার হাবীবের উপর আমার অসংখ্য দরূদ ও সালাম প্রেরণ করো। তাঁর সকল উম্মতকে ক্ষমা করে দাও। আমিন (মাদানী অসীয়তনামা, ১০ পৃষ্ঠা)

ইয়া ইলাহী! জব রযা খোয়াবে গিরাঁ সে সর উঠায়ে
দৌলতে বেদারে ইশ্‌কে মুস্তফা কা সাথ হো (চলবে)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

চলবে.....

اَلْحَمْدُ لِلّٰه! আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রথম মদীনার সফর (প্রথম অংশ) সম্পন্ন হলো, পরবর্তি অংশও اِنْ شَآءَ اللّٰه প্রকাশিত হবে ❀ আমীরে আহলে সুন্নাতের মদীনা শরীফে কর্ম পদ্ধতি, ❀ আমীরে আহলে সুন্নাতের আপন পীর ও মুর্শিদের সাথে প্রথম স্বাক্ষাৎ, ❀ আমীরে আহলে সুন্নাতের মদীনার ঘটনাবলী, ❀ আমীরে আহলে সুন্নাতের ওলামায়ে কিরামের সাথে স্মরণীয় স্বাক্ষাৎ, ❀ আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রথম হজ্বের সফর (মক্কা থেকে মদীনার সফর সম্বলীত), ❀ আমীরে আহলে সুন্নাতের মদীনা শরীফ থেকে বিদায়....

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net